আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত গাংনীর ভবানিপুর ইবতেদায়ী মাদ্রাসা

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা । মাদ্রাসাটি স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় ১৯৯০ সালে । বর্তমানে দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও ৭ জন শিক্ষক রয়েছে । দীর্ঘদিন মাদ্রাসাটি এলাকার একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও সরকারী কোন সুবিধা পায়নি । বছরের পর বছর কষ্ট করে মাদ্রাসাটি চালু রেখে এলাকার শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা রেখে চলেছে । আম্ফানের ভয়াল থাবায় মাদ্রাসার অফিস ও ক্লাস রুমের টিন লন্ডভন্ড হয়ে গেছে ।

প্রায় সকল শ্রেনী কক্ষের ছাউনির টিন উড়ে গেছে। ও নষ্ট হয়ে গেছে মাদ্রাস আসবাপত্রসহ শিক্ষা উপকরণ ।আর্থিক অনটনে শিক্ষকদের পক্ষ আর সম্ভব হয়নি মেরামত করার । করোনার থাবায় দেশের মানুষ যখন কর্মহীন সেই সময় আবার আম্ফানের এই দুর্যোগ ।

সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে আর্থিক সহায়তা দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রষ্ঠিানটিকে মেরামতের দাবী স্থানীয় ব্যাক্তি ও শিক্ষার্থীদের। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে মাদ্রাসাটি সচল রাখলে এলাকার হাজার হাজার শিক্ষার্থী ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান,মাদ্রাসাটির ক্ষয়ক্ষতির কথা আমাকে মৌখিক ভাবে জাননো হয়েছে। তবে লিখিত আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছি। মাদ্রাসাটি মেরামতের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হবে।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে দু-

পক্ষের সংঘর্ষে দুজন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জেরে দু- পক্ষের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ২জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন পিরোজপুর গ্রামের জয়নাল এর ছেলে রনি(১৬) ও একই গ্রামের নায়েব বিশ্বাস এর ছেলে বাঘা(৩৫)। এর মধ্যে বাঘার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করা হয়েছে। বুধবার সকালে পিরোজপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ৬ জনকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। আটককৃতরা হলেন, পিরোজপুর গ্রামের সোহেল, বাবলু, সাকিবুর রহমান, জনি, মোতালেব ও হামিদুল।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম ও একই গ্রামের তবিরউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে জুয়েলসহ কয়েকজনের সাথে বেশ কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক বিরোধ চলে আসছিল। এর আগেও তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরই সুত্র ধরে গত মঙ্গলবার ঈদের পরদিন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জের ধরে রনি নামের একজন তরুনকে মারধর করে আজহার বিশ্বাসের ছেলে লালনসহ কয়েকজন। এ নিয়ে গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বুধবার সকালে তবিরউদ্দিনের ছেলে জুয়েল, জিয়া, আজহার বিশ্বাসের ছেলে লালন বিশ্বাস, সাধন বিশ্বাস, ছহির উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে কালুসহ কয়েকজন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুস সালামের বাড়িতে হামলা চালায়। পরে আব্দুস সালামের পক্ষে মিনাজ বিশ্বাস এর ছেলে আলাউদ্দিন, জালাল ও তার ভাগ্নে সাইফুলসহ কয়েকজন পাল্টা হামলা চালায়। এতে বাঘা নামের একজনকে কুপিয়ে জখম করে সালামের পক্ষের লোকজন। পরে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বিশ্বাস মোবাইল ফোনে জানান, আমি দির্ঘদিন ধরে রাজনীতি করে আসছি। আমি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি। সামনে ইউপি নির্বাচনে আমি প্রার্থী হতে চাই। আমার বিপরীত গ্রুপ এটা মেনে নিতে পারেনা । তাই মাঝে মধ্যেই তাদের সাথে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

পিরোজপুর ৩ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য ডাবলু জানান, দু-গ্রুপের বিরোধ অনেক দিনের। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে গ্রামে উভয় পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, পূর্ব বিরোধের জের ধরে পিরোজপুরে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এঘটনায় প্রাথমিকভাবে ৬ জন কে আটক করেছি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরবর্তি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই সাথে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

মেপ্র/এমএফআর

আরও ২২ কোভিড রোগীর মৃত্যু, আক্রান্ত ১৫৪১

এই সময়ে ১ হাজার ৫৪১ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে।

এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৩৮ হাজার ২৯২ জন এবং মারা গেলেন ৫৪৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৪৬ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৯২৫ জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৭ হাজার ৮৪৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগেরসহ মোট ৮ হাজার ১৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

‘এর মধ্যে ১ হাজার ৫৪১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ২২ জন। এর মধ্যে ২০ জন
পুরুষ ও ২ জন নারী।’

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৪৬ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৯২৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২০.৭০ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১.৪২ শতাংশ।

ডা. নাসিমা আরও জানা, বয়স বিশ্লেষণে ০-১০ বছরের মধ্যে একজন, ২১-৩০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৭ জন এবং ৭১-৮০ বছরের একজন মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১০ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন ও সিলেটে ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২১ জন ও বাসায় একজন মারা গেছেন।

জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে ঢাকা জেলায় ৩ জন, মুন্সীগঞ্জে একজন, নরসিংদীতে একজন, চট্টগ্রাম জেলায় ২ জন, নোয়াখালীতে ২ জন, কুমিল্লায় ২ জন, কক্সবাজারে একজন, চাঁদপুরে ২ জন, সিলেট জেলায় একজন ও মৌলভীবাজারে একজন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটিট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

বইয়ে যুক্তি, জ্ঞানে মুক্তি’- এ প্রতিপাদ্যে চলছে বই পড়া প্রতিযোগীতা

নভেল করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঘরে বসে সময় কাটাতে দেশব্যাপী বই পড়া প্রতিযোগিতা শুরু করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ।
‘বইয়ে যুক্তি, জ্ঞানে মুক্তি’- এ প্রতিপাদ্য নিয়ে এ আয়োজনে পঠিত

বইয়ের রিভিউ লেখার মাধ্যমে নিতে পারবেন দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ। প্রতিযোগিতার প্রতি পর্বে বিভাগভিত্তিক একজনকে বিভাগীয় বিজয়ী এবং প্রতি দুটি পর্বের বিজয়ীদের মধ্য থেকে একজনকে জাতীয়ভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।
আয়োজকরা জানান, প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব গত ১৫ এপ্রিল শুরু হয়ে ৩০ এপ্রিল সমাপ্ত হয়েছে। দুই পর্বে আট বিভাগ থেকে ছয় শতাধিক পাঠক অংশ নিয়েছেন। প্রতি পর্বে ১৫ দিন সময়ের মধ্যে যেকোন এক বা একাধিক বই পড়ে রিভিউ লেখার মাধ্যমে যে কেউ অংশ নিতে পারবেন প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অনলাইন ফরম পূরণ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। বই পড়ার সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সংগঠটির গ্রুপে বইটির ছবি সম্বলিত অন্তত তিনটি পোস্ট দিতে হবে। এরপর পঠিত বইয়ের উপর ৭০০-১২০০ শব্দের মধ্যে রিভিউ লিখে সংগঠনটির ই-মেইল অথবা ফেসবুক পেজে ম্যাসেজের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের জাতীয় ফোরাম সদস্য ও প্রতিযোগিতার সমন্বয়কারী রাফিউ আহমেদ বলেন, ‘বিশ্বব্যাপী এই মহামারিতে মানুষ ঘরবন্দী। এ সময়ে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। এই চিন্তা থেকে আমরা বই পড়া নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার শুরু করেছি। প্রতি পর্বে বিভাগ ভিত্তিক আটজন এবং প্রতি দুই পর্ব শেষে জাতীয়ভাবে একজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়ে তৃতীয় পর্বও চলছে। প্রতি পর্ব সমাপ্ত হলে বিভাগীয় বিজয়ীদের নাম এবং দুই পর্ব শেষেজাতীয় ভাবে বিজয়ীর নাম ঘোষণার করা হবে। তাদের পুরস্কৃত করা হবে।’ উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইয়ুথ মোবিলাইজেশন ইউনিট ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ।
প্রতিযোগতার বিষয়ে সংস্থাটির ইয়ুথ মোবিলাইজেশন ইউনিটের প্রধান শশাঙ্ক বরণ রায় জানিয়েছেন, ‘লকডাউন পরিস্থিতিতে বাসায় থাকা তরুণদের মেধাবিকাশের কাজে যুক্ত রাখতে আমাদের এ উদ্যোগ। এর মাধ্যমে মেধাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে দেশের মেধাবী ও সৃজনশীল তরুণরা ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করি।’
বিস্তারিত তথ্য সংগঠনটির ফেসবুক পেজ https://www.facebook.com/- YEHBD/ এবং ফেসবুক গ্রুপ https://www.facebook.com/- groups/YEH.THP/ রয়েছে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ২য় বারের মত বিয়ের পিঁড়িতে

পরকীয়া করতে গিয়ে বে-রসিক জনতার হাতে ধরা খেয়ে অবশেষে বিয়ের পিড়িতে বসার সিদ্ধান্ত নিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসিমিন। দীর্ঘদিনের মেলামেশা স্থানীয়দের সন্দেহ মনে হলে এক যুবককে ফারহানা ইয়াসমিনের বাড়িতে ঢুকতে দেখে স্থানীয় জনতা প্রেমিক যুগলকে ঘরবন্দি করে রাখেন। পরে স্থানীয় জন-প্রতনিধিদের সমঝোতায় অবশেষে ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলে ওই যুবকের সাথে তার বিয়ে হয়।
স্থানীয়রা জানায়, গাংনী পৌর এলকার একটি ভাড়াবাড়িতে বসবাস করতেন গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা ফারহানা ইয়াসমিন। স্বামী সাহাবুদ্দিন ৫/৬ মাস আগে মারা যায়। স্বামী সাহাবুদ্দিন বেঁচে থাকতেই মেহেরপুরের বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুরের আনোয়ারুল ইসলামের ছেলে ছানোয়ান হোসেন সবুজ নামের এক যুবক তার বাড়িতে যাওয়া আসা করেন। প্রতিবেশিরা তাদের অবাধ মেলামেশা সন্দেহ করতে থাকেন।

স্থানীয়রা কেউ জিজ্ঞেস করতে ভাই পরিচয় দিতেন ফারহানা ইয়াসমিন। মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় যুবক মোটর সাইকেলে ফারহানা ইয়াসমিনের বাড়িতে প্রবেশ করেন ওই যুবক। ওৎ পেতে থাকা স্থানীয় কয়েকজন যুবক ওই সময় চিৎকার করে মানুষ জড়ো করেন। একপর্যায়ে গাংনী থানা পুলিশকে খর দেয় এলকাবাসি।
গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ফারহানা ইয়াসমিনের বাড়িতে আসেন। বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শতশত জনতা ফারহানার বাড়িতে ভিড় জমায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম ঘটনা স্থলে আসেন। ফারহান প্রাথমিক অবস্থায় স্থানীয়দের বিপদে ফেলার চেষ্টা করেন এবং বলেন যুবক সবুজ তার ভাই হন,তার নামে মিথ্যা অপবাদ চাপানো হচ্ছে। পরে তাদের দু’জনের মোবাইল ফোন যাচাই করে অনৈকিত কথাবার্তার নমুনা পায় পুলিশ। একই সাথে দু’জনের মধ্যেকার ছবি বিনিময় করা হয়, যে ছবি দেখে পরিকীয়ার বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠে। যুবক সবুজের পরিবারের লোজন ঘটনা স্থলে পৌছালে উভয়ের সম্মতিতে তাদের বিয়ে হয়। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিনের পরকীয়া

ও বিয়ের বিষয়টি টপ অব দ্যা টাউনে পরিনত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী যুব মহিলা লীগের সভাপতি শাহানা ইসলাম শান্তনা বলেন, ফারহানা ইয়াসমিনের বিষয়টি শুনেছেন তবে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা জেলার নেতৃবৃন্দরা দেখবেন।
গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, যেহেতু তাদের মাথে মন দেয়া নেয়ার সম্পর্ক রযেছে সেহেতু তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাই তাদের বিয়ে হয়েছে।
গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, ফারহানা ইয়াসমিন যেহেতু অভিভাবক হারা হয়ে পড়েছিলেন তা ছাড়া স্থানীয় জনগন তার বিরুদ্ধে অনেক নোংরা কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছিল এমনকি দুজনের মোবাই ফোনে যা দেখলাম তাতে তাদের বিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুজে পেলামনা।

করোনায় জৌলুস হারিয়েছে ভাটপাড়া ইকোপার্ক

মরণব্যাধি করোনাভাইরাস স্থবির করে দিয়েছে মানুষের জীবন চাঞ্চল্য। বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় আক্রান্ত দেশ সহ বাংলাদেশেও এর আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্তের খবর ছড়িয়ে পড়ায় সরকারিভাবে দেশের বিভিন্ন পার্ক গুলি দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে।

দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এমন মুহূর্তে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠি জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ করে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের নির্দেশক্রমে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদেরকে তাদের ব্যবসা না তার জন্য বলা হয়।



করোনা ভাইরাস এর শুরু থেকে এ পর্যন্ত দর্শনার্থীর মুখ দেখতে পাইনি ইকোপার্কের ব্যবসায়ীরা। গাছপালা আর বিনোদনের সরঞ্জামাদি

ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। শিশুদের জন্য বিনোদনের নির্মিতব্য রাইডার গুলি নষ্টের পথে। জং ধরে গেছে লোহালক্কর দিয়ে তৈরি খেলা সরঞ্জামাদি। মরিচা ধরে গেছে শিশু বিনোদনের একমাত্র ট্রেনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গাংনী সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ এই পার্কে ব্যবসার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক রাইট তৈরি করে।

নির্মাণ করা হয় আজব গুহা। আইসল্যান্ড সহ অনেক কিছুই। এসকল নির্মাণের পেছনে করা হয় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিগত অর্থ। পহেলা বৈশাখ ও দুটি ঈদসহ বিশেষ বিশেষ দিনে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় জমে। বছরে ২-১ দিনের ব্যবসায়ী এখানকার ব্যবসায়ীরা টিকে থাকেন। কর্মচারীর বেতন ভাতা দিয়ে হয়তোবা অবশিষ্ট থাকে কিছু লভ্যাংশ।

এক্ষেত্রে সরকারকে দিতে হয় বাৎসরিক মোটা অংকের টাকা রাজস্ব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ইকোপার্কে দর্শনার্থী না আসতে দেওয়াই ব্যবসায়ীরা চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফুরিয়ে গেছে ইকোপার্কের প্রাণচাঞ্চল্য জৌলুস। ব্যবসায়ী ইয়ারুল ইসলাম জানান তার আজব গুহা সহ বিভিন্ন রাইট তৈরিতে খরচ হয়েছে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।উক্ত টাকা তিনি বিভিন্ন এনজিও সংস্থা তে ঋণ নিয়ে এবং স্থানীয় মানুষের সাথে ধারদেনা করে ইকোপার্কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘদিন যাবত দর্শনার্থী না থাকায় তিনি আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে উঠেছেন।

দর্শনার্থী না আসলে তিনি আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়বেন । পাওনাদারদের পাওনা টাকা পরিশোধ না করতে পারলে ভিটেমাটি ছাড়তে হতে পারে। আইসল্যান্ড মালিক জয়নাল আবেদীন জানান তিনি ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে ইকোপার্ক এর একপাশে আইসল্যান্ড নির্মাণ করেছেন। পহেলা বৈশাখসহ দুটি ঈদে ব্যবসা করে কিছু টাকা আয় করার জন্য আশায় বুক বেঁধেছিলেন।

কিন্তু সর্বনাশা করোনাভাইরাস তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। তিনিও ধারদেনা করে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। দর্শনার্থী না আসলে তিনি ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে উঠবেন। ট্রেন ও দোলনা ব্যবসায়ী আকবর আলী জানান, সরকারকে বাৎসরিক যে টাকা দিতে হয় সে টাকা বছরের শুরুতেই দেয়া হয়ে গেছে। এদিকে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস হয়ে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও করণা ভাইরাসের কারণে দর্শনার্থীদের পার্কে।

এখানে তার ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট রয়েছে। বসে বসেই নাইটগার্ড ও কর্মচারীদের বেতন দিতে হয় প্রতি মাসে।গত পহেলা বৈশাখে দর্শনার্থী ছিলনা ইকোপার্কে এই দেও হয়তোবা দর্শনার্থীদের ঘোরাফেরার জন্য অনুমোদন নেই। তাই আর্থিকভাবে প্রতি মাসে অনেক টাকা লোকসান যাচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইকোপার্কে দর্শনার্থীদের আসতে দেয়ার অনুমতি চেয়েছে ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা কিছুটা ক্ষতির মুখ থেকে উঠতে চেয়ে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছে। ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার রহমান এর সাথে কথা বলতে চাইলে মোবাইল ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মেপ্র/এম এফআর

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে বৃদ্ধার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে জাফের বিশ্বাস(৮০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকাল ৫টায় উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া মাথাভাঙা নদীতে ডুবে তার মৃত্যু হয়। জাফের বিশ্বাস উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মৃত তফিল বিশ্বাসের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, জফের বিশ্বাস কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। সে বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়াতো। নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হন। পরে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওবাইদুর রহমান জানান, এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কবিতার মাধ্যমে সারা ভারত বর্ষে এক ধুমকেতুর মতো আলোকবিচ্ছুরণে বিস্ময়কর আত্মজাগরণ হয় এক মহান কবি’র; নাম-কাজী নজরুল ইসলাম। তার অমর সৃষ্টি ‘বিদ্রোহী’ নামের এই অনবদ্য কবিতার নামেই সকলের কাছে পরিচিতি পেলেন ‘বিদ্রোহী কবি’ নামে। তারপর থেকে পাদ-প্রদীপের আলোয় উঠে আসা এই কবি একটানা লিখে চললেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে আর গণমানুষের নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

তার লেখার প্রায় প্রতিটা কবিতার পরতে-পরতে উঠে এলো তৎকালীন সারাভারত বর্ষের মুক্তি দাবির পাশাপাশি সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান। সেই সাথে তার লেখনীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অনবদ্য ফসল হিসেবে উঠে এসেছেÑসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতারোধে প্রাসঙ্গিক নানান বিষয়াবলী এবং বিশ্বমানবমুক্তি আর ভালোবাসার জন্য অসামান্যসব লেখনী, কবিতা-গান। আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ। বিশ্বমানবতার উপর নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে অগ্নিকণ্ঠে সোচ্চার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মজয়ন্তী।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম রওশন এরশাদ পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ তার বাণীতে বলেন, ‘কবি কাজী নজরুল অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবায়নে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিদ্রোহী কবির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

কবির এবারের এ জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনা অনুসারে করোনা ভাইরাস সংক্রমন জনিত কারণে জনসমাগম এড়িয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জাতীয়ভাবে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচি গ্রহন করেছে। এর মধ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতিমন্ত্রণালয় নির্মান করেছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘জাগো অমৃত পিয়াসী’।

আজ রোববার সকাল এগারটা হতে বিটিভিসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে একযোগে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। এর আগে সকাল ১১টায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে শুরু হবে দিনের আনুষ্ঠানিকতা। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম-আজকের এই দিনে-বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দ’র ১১ জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি ১৮৯৯ সাল) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়া থানাধীন চুরুলিয়া গ্রামে জš§গ্রহণ করেন। দ্রোহ, প্রেম, সাম্য, মানবতা ও শোষিত মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে আসা কবির জন্ম। বাবা কাজী ফকির আহমেদ ও মা জাহেদা খাতুন। দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। সে নামের সঙ্গে সুবিচার (!) করতেই যেন শৈশবে পিতৃহারা হন মানবতা আর সাম্যের এই কবি। পিতার অকাল মৃত্যুতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তিনি শিশু বয়সেই মক্তবে শিক্ষকতা, হাজি পালোয়ানের মাজারে খাদেম এবং মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাজ করতে শুরু করেন। এরপরও কবিকে নানা বাধার দুর্লংঘ্য পর্বত পাড়ি দিতে হয়েছিল। এরই মাঝে একদিন সকলকে চমকে দিয়ে বাংলার সাহিত্যাকাশে দোর্দণ্ড প্রতাপে আত্মপ্রকাশ করেন কবি।

কবিরুপে নজরুলের এ অভ্যূদয় কেবল ধুমকেতুর সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে যথ্যার্থই বলেছেন, ‘কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।’

সময়ের পথপরিক্রমায় মানুষের চেতনায় আঘাত করে দেশ-প্রেম আর সত্যের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার বিস্ময়কর ক্ষমতা লালন করতেন বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যায়-অবিচার, দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক। কবি তার জ্যোর্তিময় লেখনিতে বারবার তুলে এনেছেন বাঙালির মেধা-মনন ও অস্তিত্বের জগত; অসম্প্রদায়িক বাঙালিত্ব, প্রেম, দ্রোহ আর মানবতা। পরবর্তীতে জ্যোর্তিময় অসম্প্রদায়িক এই কবি হয়ে উঠলেন-প্রেম, দ্রোহ আর মানবতার কবি। মানবানুভূতির এই ত্রয়ী বন্ধনের বাইরেও তার সৃজনে উঠে এসেছে বিপ্লব আর সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান।

বাংলার সাহিত্য আকাশে অগ্নিবীণা হাতে ধূমকেতুর মতোর আবির্ভাবের কবি নজরুলের ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় তার কাব্য-সংকলন ‘অগ্নিবীণা’। এই কাব্য-সংকলন বাংলা কবিতায় সৃষ্টি করে এক নতুন ধারা। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে; ‘প্রলয়োল¬◌াস’, ‘আগমনী’, ‘খেয়াপারের তরণী’, ‘শাত-ইল্-আরব’, ‘বিদ্রোহী’, ‘কামাল পাশা’ ইত্যাদি। নজরুলের প্রথম গদ্য রচনা ছিল ‘বাউন্ডুলের আত্নকাহিনী’। ১৯১৯ সালের মে মাসে এটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার লেখা অন্যান্য গদ্যের মধ্যে রয়েছে ‘হেনা’, ‘ব্যাথার দান’, ‘মেহের নেগার’, ‘ঘুমের ঘোরে’। ১৯২২ সালে নজরুলের একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়; যার নাম ‘ব্যথার দান’। এছাড়া একই বছর প্রবন্ধ-সংকলন ‘যুগবাণী’ও প্রকাশিত হয়।

নজরুলের সাহিত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ্যযোগ্য হলো তার গান। কবির লেখা গানসমূহ এখন ‘নজরুলগীতি’ নামে পরিচিত। তার এসব গানের মধ্যে ভক্তিমূলক গান, প্রণয়গীতি, প্রকৃতি বন্দনা, দেশাত্নবোধক গান, রাগপ্রধান গান, হাসির গান, ব্যাঙ্গাত্মক গান, সমবেত সঙ্গীত, রণ সঙ্গীত এবং বিদেশীসুরাশ্রিত গানসহ দশটি ভাগে বিভাজ্য হয়েছে। তিনি তার সীমিত কর্মজীবনে তিন হাজারেও অধিক গান রচনা করেছেন।

পৃথিবীর কোনো ভাষায় একক হাতে এত বেশি সংখ্যক গান রচনার উদাহরণ নেই। এ সকল গানের বড় একটি অংশ তারই সুরারোপিত। তার রচিত ‘চল চল চল, ঊর্ধগগনে বাজে মাদল’ বাংলাদেশের রণসঙ্গীত। তার কিছু গান জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে গানের মালা, গুল বাগিচা, গীতি শতদল, বুলবুল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আরও গান সংগ্রন্থিত হয়েছে। তবে তিনি প্রায়শ তাৎক্ষণিকভাবে লিখতেন; একারণে অনুমান করা হয় প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে বহু গান হারিয়ে গেছে। এছাড়া, কাজী নজরুল গান রচনাকালে ১৯টি রাগের সৃষ্টি করেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন ধারার জš§ দেন। এটি হল ইসলামী সংগীত তথা গজল। নজরুল প্রায় তিনহাজার গান রচনা এবং সুর করেছেন; যা এখন নজরুল সংগীত নামে পরিচিত। মধ্যবয়সে তিনি পিক্স ডিজিজে আক্রান্ত হন। এর ফলে আমৃত্যু তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। এক সময় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

এই মানসিকভারসাম্যহীন কবিকে ১৯৭২ সালের ২৪ মে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ উদ্যোগে সপরিবারে ভারতে থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তখন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা দেন। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে তার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে তাকে এই উপাধি প্রদান করা হয়।

একই সালে কবির ছোট ছেলে ও বিখ্যাত গিটার বাদক কাজী অনিরুদ্ধ মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৬ সালে কবি নজরুলের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হতে শুরু করে। এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘একুশে পদক’ প্রদান করা হয় তাকে। তৎকালীন প্রধান আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে তার হাতে দিয়ে আসেন। সেখানেই কবির শেষ দিনগুলো কাটে। সে বছরের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবনকাল ৭৮ বছর হলেও ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দুঃসহ নির্বাক জীবন কাটিয়েছেন।

তার মৃত্যুর পর তার লেখা গান-‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই, যেন গোরের থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই’ কথাকে বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে তাকে সমাহিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে।

ধ্যানে-জ্ঞানে, নিশ্বাসে-বিশ্বাসে, চিন্তাচেতনায় পুরোদস্তুর অসাম্প্রদায়িক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখনও দুই বাংলায় সমভাবে সমাদৃত। তার প্রসঙ্গে ওপার বাংলার কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, ‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো নজরুল/এই ভুল টুকু বেঁচে থাক/বাঙালি বলতে একজন আছে/দুর্গতি তাঁর ঘুচে যাক।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগরে পর্যটক ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন

ঈদ উপলক্ষে সকল প্রকার গন জমায়েত নিষিদ্ধ করেছে মুজিবনগর প্রশাসন। ঈদ আনন্দে হাজার হজার পর্যটক জমায়েত হয় মুজিবনগর কমপ্লেক্সে। এটি নিয়ন্ত্রণ করতে কঠোর ভূমিকা হাতে নিয়েছে মুজিবনগর প্রশাসন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার উসমান গণি জানান, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক মুজিবনগরে এবার প্রতিটা মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সকল মুসল্লিগণ জামাতে অংশগ্রহণ করবেন।

তিনি আরো জানান, করণা প্রাদুর্ভাবের কারণে এবার মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্র সবগুলো বন্ধ থাকবে।
এছাড়া মুজিবনগর কমপ্লেক্স অনেক আগেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এবার ঈদে কোন সাধারণ জনগণকে মুজিবনগরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
তাছাড়া সাধারণভাবে সকল জনগণ চলাফেরা করতে পারবে কিন্তু কোন রকম মোটরসাইকেল শো ও গণজামায়েতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাসেম জানান, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক আমরা মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি আমাদের সকল স্থানে পুলিশ সদস্য উপস্থিত থাকবে।

কোন ধরনের মোটর সাইকেল শো এবং গণজমায়েত দেখতে পেলে সরাসরি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সকলকে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার জন্য মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেপ্র/এমএফআর